ইন্দিরা বসাক

প্রথম প্রকাশ ঃ আশ্বিন ১৩৬৬

প্রকাশ করেছেন ঃ শ্রীঅনিলকুমার ভৌমিক
২২/১ বিধান সরণী কোলকাতা-৬

ছেপেছেন ঃ শ্রীহরিপদ পাত্র
সত্যনারায়ণ প্রেস
১ রমাপ্রসাদ রায় লেন কোলকাতা-৬

প্রচ্ছদ ঃ শ্রীমণীন্দ্র মিত্র

শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসু
শ্রীফণিভূষণ আচার্য
অগ্রজপ্রতিমেষু

পত্র সূচী

নৈঃশব্দ্যের অনুভব

অনেক দিনের পরে   পুরোনো বাড়ীর ভিত নড়ে ওঠে খসে পলেস্তরা
বৃক্ষ থেকে সব পাতা ঝরে যায় বল্কলের দীর্ঘশ্বাস উঠে আসে
শিকড় টানে না রস   মরাঘাস   খড়ি ওঠা পুরোনো শরীরে
অনেক দিনের পরে   বিশাল নদীর বুকে চড়া জাগে শুধু   বালুচর
জাহাজ আসে না আর হৃদয়ে জাগে না ভোঁ   দূরের খবর দূরতর
রূপকথা নিভে যায় নিভে যায় কোলাহল জাহাজ ঘাটায়
থিতোয় নদীর জল মাতাল হাওয়া শুধু তীব্র শ্লেষে নড়ে চড়ে ওঠে
পরিচিত পাখি ছিল ভোরের উঠোনে   তারা যায় বনে
আপন নদীর ধারে গোপন বাতাসে সেতু পারে হেঁটে যায়
শুধু পড়ে থাকে পাড়ভাঙাগ্রাম বুকে নিয়ে অজস্র ক্ষতও বিক্ষত
ভাঙা দরদালানের ভাঙা রূপকথা উপকথা

বিচ্ছেদ বেদনা সুখ নিয়ে

জমে ওঠে দুঃখ আর পাশ বইয়ের হিসেব নিকেশ

আর কিছু হারানোর কথামালা

ফিরে আসে নির্জন রাত্রির বাতাসে

আর কিছু গোমট গরম   কখনো বা নিদ্রাহীন শীত তীব্র হাড়ে
যেন ঢাক বাজে   দূরধ্বনি প্রমা মায়ের মন্দিরেই যেন ফেলে আসা

আত্মীয়তা যোগ ও বিয়োগ

কোষগুলো বহুধা বিভক্ত হয়ে যায়

একে একে বহু টিস্যু গড়েই উঠতে থাকে

নিজস্ব সঙ্গায়

অনেক দিনের পরে   শুদ্ধদীপ সময়ের দ্বারে

রেখে যাবে আগামী মিছিল

হাতে তার যে মশাল জ্বলে আমাদের অভিজ্ঞ আগুন থেকে নেয়া
সেই হবে একমাত্র প্রাপ্তি পৃথিবীর   আর সব ভেসে যাবে সমুদ্রের দিকে

হাজারো নৌকায় কবে তারা ঘরে ফিরে   কি বাণিজ্য কি সম্পদ
বয়ে নিয়ে ঘাটে
সবাই বাজাবে শাঁখ   অর্গলে আবদ্ধ তুমি একা ঘরে শুধু
স্বপ্ন হবে এ নির্জনে ক্লান্ত কাঁধে শব বহনের
অনেক দিনের পরে তবু যেন নৌবহর ঘাটে ফিরে আসে
অনেক দিনের পরে
পুরাতন পৃথিবীর ধুলোর উপরে
আমার সকল অশ্রু রক্ত স্বেদ শুষে হবে কি সবুজ ধান বসন্ত বাহার
প্রান্তরের মর্মকোষ যাবে কি মধুতে ভরে
শ্রেণীবদ্ধ পাহাড় চূড়ায় হবে না মন্দির
জলের ভিতর হবে জলেরই উৎসব
কবে কোন সুস্পষ্ট নদীতে
প্রৌঢ় পাহাড়ের গোপন আঘাত আর শৃঙ্খলাবদ্ধ সময়
তবু হাতে বরাভয় অগুরুর গন্ধ ঢালে
কে তুমি জ্যোৎস্না মেখে রয়েছ ভিতরে শুয়ে
দাবানলে ধ্বসে যাওয়া বন
আমার স্বপ্নের তুমি উত্তরাধিকার
তুমি কি দেখেছ স্বপ্ন কিশোরী ফুলের
তুমি কি নিয়েছ তার অনাঘ্রাত ঘ্রাণ
তুমি যাও   আমি আছি
তোমার স্বপ্নের সুখে তুমি আঁকো চিত্রালী আড়াল
তুমি গড় কুঞ্জ ও নিকুঞ্জ আর সাঁকো পথ প্রাসাদ মিনার
দূরে ঘন্টাধ্বনি শুনে তুমি যাও শরীরের রোদে ভেঙে হিমশীর্ষ তুষারের কণা
হাড়ের কাঠামে গড়া তোমাদের বিশ্বাসের সাদা হ্রদে
যদি চাও
দেখনা নিজের মুখ
নিঃসঙ্গ দ্বীপের আর্তি আমার থাকুক
তোমার নির্মাণ দিয়ে তুমি ছেঁড় আত্মাকে আমার

অনেক দিনের পরে   জতুগৃহ পুড়ে যায়   ঝরে প্রীতি ঝরে শোক
নখের ভিতরে খরতাপ
দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ সংসারী শাঠ্যের সহিষ্ণু জীবনে
তবু থাকে বিচরণ   তবু থাকে জীবন সম্ভব বীজধান

অনেক দিনের পরে   পথের দুধারে বসিয়েছ দেবদারু বীথি
আম জাম ফলবান বৃক্ষ সব কেটে মনোহর ফুলের বাগান
নতুন গানের কথা সুরে সুরে মিশ্র রাগতাল আগামী দিনের বাণী
যদিও করেছ আমদানী তারাও ঝিমিয়ে পড়ে
কালের নিয়মে একদিন
তুমিও আমার মতো ক্লান্ত পথিকের যেন উদাসীন হয়ে থাকা
সংসক্ত মানুষের স্বগত বেদনা আর শব্দ ঘন স্বর
ধীরে ধীরে নিয়ে আসে পার্থিব সোপান থেকে শ্রুতি
যুক্তকর জলাশয়ে বজ্রকীট দংশনের জ্বালা
শিল্পের সম্মান তবু মজ্জার ভিতরে
তোমার পায়ের কাছে পড়ে থাকে ভূলুণ্ঠিত ছায়া
শুধু সমিধ কুড়িয়ে গেছ   কালের বৃক্ষের শাখা ভেঙে গেছ
নতুন নক্ষত্র খুঁজে করেছ রচনা
তোমার উত্থান আর তোমার পতন একসাথে কাজ করে
সময়ের গ্রন্থি তুমি খুলেছ যেমন
সময়ও তোমার গ্রন্থি খুলে খুলে গেছে
শরীর চিতিয়ে রাখো শরীরী আবেগে
উগরে দিয়েছে বিষ তবুও সময়
হাসির যাদুর ছলা উপেক্ষা অবজ্ঞা আর আমাদের সমাধির নীচে
তোমাকেও তুচ্ছ রাজবেশ খুলে দিতে হবে একদিন
মজ্জা আর মাংসময় বিলাস রজনী কুরে কুরে খায়   এমন সময়
অনেক দিনের পরে   মহারাজ তোমাকেও হাত পেতে ভিক্ষা নিতে হবে
নতজানু হতে হবে নদীর স্রোতের কাছে   বটবৃক্ষের নিগূঢ় জটায়

তুমিও পেয়েছ প্রতিধ্বনি অসতর্ক নীল উপহারে
তুমি আজ কেন খোঁজ ঘরের কোণায় রাখা পুরোনো মাদুর
তোমার ভিতরে সেই দীর্ঘ কারুকাজ
কে ফেলেছে ভেঙে ভেঙে নখাগ্রচূড়ায়
অহংকার ছাড়া কত সহজেই বেঁচে থাকা যায়
নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ে নিঃশব্দ শরীর
কঠিন চোয়ালে ক্রমশই শিথিলতা নেমে আসে হিমঘরে হিমে
আমি তো রয়েছি ঘুমে ধূসর শরীরে নিজস্বতা
ঝেড়েপুছে রাখি যেন কীটদষ্ট আমার পুস্তক
বুঝে গেছি দরোজা বদল খেলা হয়ে গেছে শেষ
তোমারও পরাভব আজ এই উত্তরাধিকারে
রাধিকারে ফিরে যেতে হবে ফের
নীল যমুনায় ততোধিক নির্জন প্রহারে
পৃথিবীর শেষ পাণ্ডুলিপি শিলালিপি হয়ে গেছে
কথা বিনিময় আবহাওয়া দেয়া নেয়া শেষ
এখন আমার মতো তোমার রয়েছে শুধু লালপোড়া জমি
আর দু একটা কুশল জিজ্ঞাসা

ভয় নেই পিতামহ বলেছিলো এইমত আরোহণ
একমাত্র সময়েরই আছে এক সে প্রবাহ
ঈষৎ উরুতে সোনা ধরে রাখা এক প্রগাঢ় কিশোরী
বহমান স্রোতেরই কাছে তৃষ্ণায় আকুল মানুষের সহোদর আসে
জলের অমল গন্ধ করপুটে নিয়ে
এইসব কোন এক আদিম রাত্রিতে করে খেলা
অবিরল জলের ভিতর পিপাসার কোন শেষ নেই
যে যায় সে যায়
তবু কেন তৃষ্ণা এতো তবু কেন কিছু কথা বলে যেতে চায়
সময়ের পার ঘাটে

শতদল থেকে একে একে খসে পড়ে গ্রন্থি খুলে সব ভালোবাসা
হারায় সমস্ত ঋদ্ধি শেষতম আশা
একদা প্রগাঢ় বিশ্বাস ধুয়ে মুছে যেতে যেতে
আগামী কালের ঘড়ি হাওয়ার বিচিত্র বদলে
বেজে ওঠে টুংটাং নবনহবৎ
পুরাতন ইতিহাস অনুবাদ করেন ঈশ্বর
অন্তরঙ্গ জনগণ নতুন আশ্বাস পায় সম্রাটের কাছে
নরম কোমল মাংস ছিঁড়ে নিয়ে জেগে ওঠে চরাচর নদীর ওপারে
মাঝে এক নীল অন্তরাল সহস্র সুখের রাতে
একটানা বৃষ্টির দুর্যোগ
ঘরের ভিতরে প্রবাহের জোড় ছাড়া কিছু আর বিশুদ্ধ থাকে না
তবু স্মৃতি রোমন্থন দীর্ঘশ্বাস অন্ধকার ভীষণ খননে
চৌচির প্রান্তর ভিজে যায় ফেলে আসা স্বপ্নের সবুজে
জীবন সময় কী গভীর তোমার গৌরব
কেউ কেউ মাতাল দামাল অশ্বখুরে ভেঙে ফেলে জীবনের নিভৃত কুহক
নিয়ে আসে প্রতিধ্বনিময় অলৌকিক রক্তাক্ত রুমাল
খড় কাটা বুকে চেপে মধ্যরাতে নিজস্ব সংলাপ
রূপালী গাঙের বুকে জটিল সংকেতে সারারাত সারাদিন জ্বলে মরা নদী
শকুন শিয়াল তার গন্ধ সোঁকে ঢেকে ফেলে তারার আকাশ
অগুণতি গলিপথে সমাধানে পচা গলা বিড়ালের মৃতদেহ
রোঁয়া ওঠা কুকুরের নিবিষ্ট কুণ্ডলী থেকে সে রাত্রিরও মুছে দেয় হাওয়া
হাতের ওপর হাত রেখে দিলে নদী নামে এমন নিবিড়
অনেকদিনের পরে নৌকোর দাঁড় পরে বুকের ভিতর
অবিরাম ছলাৎ ছলাৎ
অনেক দিনের পরে পূর্ণকুম্ভে তীর্থসলিল বাহক কে তুমি একক
অনেক ওড়না উড়ে আকাশে মেঘের মতো চাঁদে মাখা
জানু কটিতট পায়ের ঘুঙুর
মদালসা পদ্মকলি যেন চোখ মেলে দারুণ কৌতুকে

কে তুমি কে এসেছ পেরিয়ে পথ বিস্তীর্ণ গন্ধের
দ্রবময়ী চরাচর ডেকেছিল নগ্ন বাহুমূলের ইঙ্গিতে
হলুদ সবুজ নীল গোলাপী নক্ষত্র যেন জ্বলে আর নিভে
আর ডেকে নেয় অস্তিত্বে ও বোধে
কি সুতোয় করেছ সৃষ্টি মায়াজাল ত্বকে রঙ আর মাংসল গঠন
বাহারী কেশচর্যা আর
কবচকুণ্ডল সব খুলে গিয়েছিল শীতের পাতার মতো কোন ঘূর্ণি ঝড়ে
দিগ দিগন্তরে উড়ে গিয়েছিল প্রতিজ্ঞা ভীষণ
পদতলে কে মাড়িয়ে চলে গেছে প্রাজ্ঞ পরিণতি
রক্তাক্ত করেছে শুধু প্রত্যন্ত ধমনী আর উপশিরা শিরা
তুমি কোন নত বোধে ফিরে আস
নদীর সঙ্গম থেকে সমুদ্রের মোহনায় ঝাউস্বর সাগর পাখিরা
বিশ্বাসঘাতিনী বালুচরে উদগ্র জ্যোৎস্না থেকে কেন
ডেকেছিল তবে দূরতর দ্বীপ
কারা ডেকেছিল প্রবালের ঝিনুকের বেশে
কেন পাড়ভাঙা নদীর কিনারে
কাশফুল দুলে উঠেছিল কি হাওয়ায় আর তুমি দেখেছিলে
তোমার যৌতুক সজল নিমগ্ন চোখে পারনি ফেরাতে নির্জনতা
ফিরায়েছ ছলাকলা অপ্সরার কতবার তুমি তো এসেছ ফেলে
মানুষের আবেগ মেশানো সমস্ত নিহিত রাত্রি আলোর ঘুঙুর
আর কোন সেবাপরায়ন অর্পিত মোহনা
গঠনে ও সংগঠনে করেছ ছিলেকাটা চরিত্র নির্মাণ
নিরুদ্বেগ নমস্কারে নত যেন অরণ্যের মহত বেদনা
ফেলে এসেছ নিবিড় যাতনায় যেন পাপবোধ তীব্রকণ্টে দ্বিধাবিদ্ধ চোখে
উদ্ধত কোমল যৌবন চম্পাকে তুমি দুহাতে সরিয়ে
বেগবান প্রপাতের মতো পেরিয়ে এসেছ পাহাড় অরণ্য আর কঠিন প্রকৃতি
নির্জনতা সব কেঁপে উঠেছিল তোমার দ্বীপের সেই নির্জনে গোপনে
তুমি কত অনায়াসে বালুতে ঝিনুক মুক্তোমালা ফেলে আস

মাতাল হয়েছে বাতাসের শ্বাস তোমার বুকেই

ঘাসের ভিতর ফেলে আসা সেই কিশোর সময়

এই মৃত নগরীর ছায়ায় হাওয়ায়   রোদ্রে ঝলসে গেছে

দ্রুত সরে যায় প্রিয় দৃশ্যাবলী অন্ধকারে নক্ষত্রের মতো শরীরে শরীর
চোখে চোখ   প্রিয় দৃশ্যাবলী ধাবমান   গতির সম্ভোগ
সরে যায় ভোর সূর্য নিপাট আকাশ জলপদ্ম ঘেরা সবুজ ধানের মাঠে
আর চলমান মানুষের রূপরেখাগুলো
নিবিড় সান্নিধ্য থেকে কন্যা এক বধূ হয়ে চলে যায় গ্রামান্তরে
লাল চেলি   শুভ্র কিশোরী কপালে গাঢ় দাগ   দৃঢ় সিঁথিপথ
জীবনের রিক্ত মাঠে এই পথ রেখা ধরে আমাদের চলে যেতে হয়
জানলায় উঁচু বুক যুবতীর চুল পরিপাটী   সব নয়
রমনীর বুকের ভিতর কত গোপন অসুখ
সুরম্য দৃশ্যের নীচে জমে থাকে অসহ্য কর্দম
আর জন্মনিয়ন্ত্রণহীন মশকেরা
সাংসারিক যাবতীয় ব্যাধি ছুঁড়ে
তবু থাকে স্বাস্থ্যবোধ   মানবিক মূল্যবোধ কিছু
বিকেল বেলায় ঢালা আকাশের আবেগ গড়িয়ে ঘন শস্যের ভিতর
তবু স্বপ্ন নামে পাহাড়ী জঙ্গলে টিলায় টিলায় আর
খোয়াইএ প্রান্তরের পারে
তবু নন্দলাল বসু ছবি আঁকে   রিক্ত মাঠের ছবি যে প্রাণ ভিতরে
তাকে টেনে নিয়ে
পরিচ্ছন্ন কোন নিকেতন আমন্ত্রণে প্রাণপুরুষ ও রমণীর খেলা
পাদ প্রদীপের নীচে
সময়ের ভগ্নাংশ   দ্রুত সরে যায় ছায়ানদী মুখোমুখি নক্ষত্রের মতো
পোশাকী মানুষ তবু এই সূর্য পরিক্রমার ভিতর কখনো প্রকৃত সাবলীল
কামাতুর প্রেমাতুর হবে   ত্রস্তভীড়ে উদাসীন
ফিরে যাবে নদীর নিকটে

পুরোনো ব্রীজের নীচে ছল ছল বয়ে যায় স্রোত
আমার সহর ভাঙে   এ সহর আমারই গড়া প্রগাঢ় উচ্ছাসে বেদনায়
দরোজা চৌকাঠে   কার্নিসে দেয়ালে   উদাসীন টেরাকোটা
নিরুপম স্মৃতি ব্যাকুল বিষণ্ণ   কে ভেঙে দিয়েছে
আমাদের ভীষণ অসুখ   তাই   ভেঙে যায় বিরাম চাতাল
অস্তিত্বময় সত্ত্বায় তীব্র চাপে করেছি প্রার্থনা আমি ঘটের ছায়ায়
তৃষ্ণাহীন মুখে তবু কিসের আঁচড়
আমাদের সহরের বাতাসের উদজান অম্লজান বন্ধ করে দিয়ে
কে এমন এনেছে ডেকে শূন্যতার বিরাট গহ্বর

বুকের ভিতরে ঢেকে কে যে বলেছিল   আমি আছি তুমি যাও
চোখের জলের নীচে ভেঙে ফেলো কৌণিক আড়াল
উদোম পিপাসা
মনে নেই   তবু কেউ বলেছিলো
বালিয়াড়ী খুঁড়ে কাকচক্ষু জল পাবো
সমগ্র স্তনাগ্র থেকে সরিয়েছ লজ্জার কাপড়
সদ্যোজ্যাত শিশুদের দিয়েছে কে সমৃদ্ধ ফসল
কার সেই মুখ রেখা ভেঙে গেছে   এই অসময়ে
ভেঙে যাচ্ছে আমার সহর গ্রাম গঞ্জ জনপদ   আমার বুকের হাড়ে
হাতুড়ি পিটায় কারা   সারারাত   আমার নদীর জলে .
কে মিশায় নীল সেঁকো বিষ
সবুজ ক্ষেতের থেকে রোদ নিয়ে অহংকারী খেলা খেলে
কোন চতুর বাতাস নাগরিক ছেনালিপনায়
নিজস্ব নিশ্বাস তবু বয়ে যায় ছন্দের শরীরে
পালিশ পিচ্ছিল মেঝে   কে দেখাও নগ্ন ভ্রান্ত নাচ
শব্দ থেকে ঝরে যায় প্রাণের স্পন্দন   অবিশ্রাম বিধ্বস্ত শব্দের স্তূপ
কেন তবে   আমার সহর কেন দ্বিচারিনী হবে
বুকের পাঁজর ভেঙে কেন ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস উঠে আসে

আমি শংখচূড় বিষ চুষে নীলরক্তে অমৃতের বাসনা মেটাবো
আমার রক্তের নীচে আজো আছে মানুষের মুখ
চেতনার স্তব্ধ হিমাগারে আজো আছে পরমা ঈশ্বরী
নির্জন সেতুতে আমি ছুটে যাবো ছুটে যাবো অস্থির সড়কে
রক্তমাখা নোংরা সিঁড়ি বেয়ে আমাদের সহোদর নীচে নেমে গেছে
আমি সেই সিঁড়ি ধুয়ে দেবো আমার দুকাঁধে থাক গঙ্গার স্বর্ণঝারি জল
আমার দুহাতে থাক স্থপতির রূপবান নিপুণ কর্ণিক
চোখের ভিতরে থাক স্বপ্ন আর অশ্রু আর রূপবতী নদী
অনন্তকালের চিহ্ন বুকে নিয়ে পাখি এক ভেঙে ফেলে সমুদ্র সীমানা
প্রকৃতির গোপন সঞ্চয়ে থাক দুঃখদাহ বেহালার ছড়ে টানা করুণ মূর্ছনা
দূরে উদ্ভাসিত নদীরেখা ত্রয়োদশী বুকে যেন থিরথির সুখ কেঁপে যায়
ঘোড়ার পায়ের দ্রুত শব্দ ভেসে এসেছিল চাবুকের শূন্যে শিস
মিলায় বিমর্ষ বোধ ধীরে ধীরে স্ফীতনাসা নম্র হয়ে আসে
প্রাণে জাগে উৎসুক প্রবাহের পলি
রচনায় কি দেবো কি দেবো সময়েরে
স্বপ্নে পাতা সোনার সোপান ভেঙে শব্দ আসে ভালোবাসা
কিরণ ছোঁয়ানো বুকে রৌদ্র চলকায় যেন রেখে যায়
প্রতিশ্রুত ধূলি আর সুদক্ষিণা ফুল
সুখ চলে যায় সুখের পথেই নিঃশব্দ চরণে
দুঃখের নির্মাণে প্রজ্ঞা রূপদক্ষ হয়ে ওঠে
পিতা পিতামহদের শব কাঁধে সময়ের চিতাকাঠ শিরে
সীমাহীন কীর্তি রেখে যায় অলৌকিক শব্দগুণ
উতল রাতের গন্ধ ঘুমভাঙা আকণ্ঠ তৃষ্ণায়
আলো আর বস্তু মিলে কিছু ছায়া কিছু শান্তি সৃষ্টি
ভিতরে ভিতরে গড়ে শব্দের নিঃশব্দ দুর্গ আঁধারে আলোকে জ্যোৎস্নায়
আমাদের সমস্ত সঞ্চয় মুঠোশূন্য দিতে চাই তোমাদের করতলে
রক্তে দীর্ঘ ছায়া ফেলে কেন তবু উত্তরাধিকার কী তোমার দাবী
ঝুল বারান্দায় ডেক চেয়ারে বসার ক্ষণকাল অধিকারী আমি

কতজন নারী ও পুরুষ ফিরিঅলা হাঁটে

কজন অপটু হাতে ঘুরায় খেলার ছলে

খেলো তলোয়ার   শুধু দেখি

সুখ ও দুখের মাটি   আমার সহর গ্রাম গঞ্জ জনপদ

খোলামাঠ আকাশ বাতাস নদী আমার মিনার রাজপথ গলিপথ আর

সময়ের গতি স্পর্শে খেলা করে যায় যে যার ভূমিকা নিয়ে

অবিশ্রাম মহড়ায় আমরা গড়তে পারি নৃত্যমঞ্চে

উদ্দাম যৌবন আর সার্থক প্রমোদ

চেনা চোখে কে তাকালো   কারা করে অচেনার ভান

কিছুই আসে না তাতে

অনেক অজ্ঞাতসারে কিছু কিছু জেনে ফেলা যায়

নির্জন নদীর জলে মনে মনে প্রদীপ ভাসায়ে

মন্ত্রোচ্চারণের মতো রূপবান দুঃখ কিছু দেয় উপহার

এ দেহ দেউলে কেউ রাখে মগ্ন হাত   সন্নিহিত শরীরের তাপে

দূরের দ্বীপান্তে কেউ যায় রঙ ঝরা বিপন্ন বিকাল

বাসনার শেষ রাত শেষ স্বপ্ন ভেঙে দলিত মথিত শয্যা

সব যায় পুণ্যের প্রাঙ্গনে

পুনরাবৃত্তিতে ছুঁতে হয় জলেরই শব্দ   তবু নয় অশ্রুজল

মৃত জল নয়

মৃত শব্দ নয়   প্রতি প্রতি জোয়ারের জলে জেগে ওঠে নবতর ফেনা

আমার রক্তের মধ্যে উচ্চারিত শঙ্খের বিস্তার   গণগনেশের অধিপতি

বাউল বুকের মধ্যে খুঁজে নেয় হারানো অন্বয়

নিষ্ঠুর নিড়ানি দিয়ে ফেলে দেয় যাবতীয় ঘাস

মানুষের চিহ্ন আঁকা সিংহাসনে জটিলতা গ্রন্থি খুলে বসে ইন্দ্রদেব

নোনাধরা জীবনের স্মৃতিচূর্ণ খসে পড়ে   স্বাভাবিক   দেয়ালে সিঁড়িতে

তবু শব্দ দিয়ে আমাদের গড়ে দিতে হবে প্রেয়সী নদীর বুকে

রক্তবর্ণ ঘাটের সোপান

হিসেব নিকেশ নয়   বিশ্বাসের চিহ্ন কিছু দগ্ধ প্রায় রুদ্ধ দরোজার নীচে
সমবেত সমগানে কুয়াসার ভেজা আচ্ছাদনে দিনের সমস্ত ক্লান্তি ঢেকে
ফুলের গোপন ঘুম মুছে দেবো
অবসন্ন বেলাশেষে নদীগর্ভ থেকে মগ্নচরের মতন
একদিন জেগে ওঠে নারীর নরম মুখ একান্ত অন্দরে
স্বপ্নময় ডোবা জলযান বিধৃত শৈশবে আঁকা অনিবার্য স্বরলিপি মালা
রাতের নদীর কাছে সব প্রার্থনাই নিশ্চুপ নিরালা হয়ে যাবে
মুঠোমুঠো বিস্ময়ের মতো সোনালি ডানার হাঁস নামবে না আমাদের জলাশয়ে
ইচ্ছার মান্দাসে অস্থিপুঞ্জ শব হবে হোক   অস্থিময় দুর্গের ভিতর
রাখা আছে পক্ষীরাজ ঘোড়া   সে যাবে যেখানে নবনীত আকাশের স্তরু
একবুক হাওয়ায় মানুষের মতো বেদনা লুকোবো
গলানো সোনার মতো অনির্বচনীয় দুঃখে হেঁটে যাবো রোদের ভিতরে
সন্ধ্যার পৃথিবী ঠিক মন্ত্রপাঠ করে   সহজেই মুছে দেয় মুখের অনেক
ক্রুর রেখা
অনেক দিনের পরে   প্রাচীন গ্রন্থির জাল একে একে ছিঁড়ে ফেলা চাই
ছুঁড়ে ফেলে পূর্ণ একা হয়ে যেতে হবে   সুখ ও দুঃখের শব্দ ব্যবহারে
আলো ও হাওয়ার মধ্যে আলোর কাঙাল ছুটে যায় দুরন্ত দেয়ালি
আপন খেয়ালে ঘুরে যায় ডায়ালের কাঁটা
আমরা এগিয়ে যাবো শিশির বিন্দুতে   ফিরে যাবো
পতাকাবদ্ধ হাতে উৎসবের রঙিন প্রাঙ্গনে

হয়তো হয় না চলা
তবু কেন বসন্তের পাখি ডেকে যায় উড়াল আকাশে
উষ্ণতায় অথচ নরম মেদুর গন্ধের অনুভবে চোখে দূরে সমুদ্দুর ভাসে
ঢেউএ ঢেউয়ে রামধনু আঁকা হয়   বুকের ভিতর বুক ওঠা নামা করে
খুশী হই একান্ত স্বভাবে পূর্ণিমা আকাশে যদি একা চাঁদ ভেসে ওঠে
অথবা আঁধার রাতে লক্ষ কোটি তারার ঝিলিক   জীবনের চালচিত্র
আহা

থির থির পাতার কাঁপন   স্তব্ধ ব্যর্থ দুপুরের রোদের ওপারে যেন
প্রেমলগ্ন চোখ

আমার উঠোনে এসে ডাক দেয়   দেশ কাল প্রকৃতি মানুষ
দশক শতক ধরে জমে ওঠে জঞ্জালের স্তূপ   দাহ গ্লানি ক্ষোভ
স্বপ্নের প্রপাত তবু নেমে আসে দরজায় কড়ানাড়ে স্বনামে বেনামে
স্বভাবের উত্তরাধিকার পাড়ের সুতোয় আঁকা দেয়ালে এখনো ছবি
বাতাসে রয়েছে ভেসে মগ্নমেঘ অরণ্যের গন্ধ আর সমুদ্র শীকর মাখা
মায়ের হাতের স্পর্শ   নারীর শরীর বাসনায় কামনায় রক্ত দোলে
সহোদর বন্ধু আর অচেনা মানুষ   তবু অবরুদ্ধ ভাষা
বুক চেপে হেঁটে যায় খর রোদে
অথবা অর্গল চেপে কারা যেন ফিসফিস কথা বলে
তারাও শুনেছে শব্দ
দরোজার ওপাশের কড়ানাড়া   ভাঙনের ঘন্টা বাজে জোড়ে
উদ্ধত বড়াই
দেয়ালেরা ভেঙে যাবে একদিন
হাওয়া আসবে রুদ্ধশ্বাস ঘরে
এতোদিন পরে আমি কবিতার কটি ছত্র লিখি   আহা
এতোকাল পরে
অন্তর্গত শোণিত প্রবাহ বয়ে যায় শূন্য পথে   নির্লিপ্ত ত্রিকাল
শুধু প্রহরের ঘন্টা বাজে   গুমরে গুমরে ওঠে বন্দীশালা
শুধু নিতে দাও আমাদের পৃথিবীর সুচারু নিঃশ্বাস
রেখে দিতে দাও কিছু
স্বকীয় নির্মাণ আর কিছু যাদুকরী শব্দ স্বর স্বরলিপি গান
তোমাদের থেকে বহুদূরে তবু তোমাদের চোখের ছায়ায়
আমি দেখি গোলাপ বাগান
তোমাদের গোলাপজামের মতো চোখ   ভালোবাসি
নীরবতা ঋণী থাকে চিরদিন নতুন যৌবন শব্দে
আমার অসুখ নেই   তোমাদের সুখে

অনেকদিনের পরে   তোমার শরীর যেন আমার শরীর হয়ে যায়
দীর্ঘ নিরালায়
আমি এক কাঠের সিঁড়ির মতো শুয়ে আছি   তোমরা এগিয়ে যাও
আমি আছি পড়ে   আমি কোন আকাশ ছোঁব না
ঝর্ণার জলের মতো তুমি যাও পাথরে পাথরে
আমি কোন বাতাস পাবো না
একশূন্য ঘর নির্জন প্রান্তর নদী
সমারোহে সূর্য ডুবে যাবে   তোমরা পেরিয়ে যাও অরণ্য প্রকৃতি
মরণের তিক্ত কালকূট আমার চরম ভাগ্য
• তবু আজ ভূমিকা আমার   এই গান
ক্ষয়ে ক্ষয়ে মিশে যাওয়া পূর্বতন গানের সম্মানে
সমস্ত শব্দের সঙ্গে   ইথারে বাতাসে
এক ভস্ম আচ্ছাদন
ঋতুর নাগরদোলা ঘুরে গেছে আমাদের ডাকনাম ধরে
সাদা সিঁড়ি   লালটব   গোলাপ বাগানে
হেঁটে গেছে ভিজে পায়ে চিহ্ন এঁকে
নিটোল রূপসী

অতি কষ্টে যার নাম মনেও পড়ে না   তারা ছিল একদিন
এই রূপান্বিতা পৃথিবীতে
তার বিস্রস্ত চুলের গুচ্ছে মৃত্তিকার স্তব ভরা ছিল   উদ্ভ্রান্ত বাতাস
ঘুমন্ত ঠোঁটের কিনারায় পার্থিব স্বপ্নের স্থান
সুখস্মৃতি স্মিত হাসি ছিল
হয়তো তখন আমি তোমার গোপন বিদীর্ণ প্রচ্ছদ বেয়ে
আবহমান পথের প্রকাশ্য সদরে নেমে আসি
তুমি ছিলে বাহুলগ্ন
ধীরে ধীরে স্মৃতি রুচি স্বভাব প্রেরণা   জীবনের মতো
মৃত্যুও কটাক্ষে দেয় নিগূঢ় ইঙ্গিত   পৃথিবীর জায়মান ফল

আবশ্যক প্রাণশক্তি মদ মধু নিমগ্ন চুম্বন মোহাবিষ্ট দেহের নির্যাস
কি যে সৃষ্টি করে
বাইরে বরফরাত নিয়ত সক্রিয় জন্মলগ্নে মৃত্যুবীজ বোনা
জীবন অমর তবু
হিম নিঃসঙ্গতা ও চাঁদ ছেঁড়া কুয়াসার হাত অনড় অক্ষর ভেঙে
মৃত্যুনাম লিখে দিয়ে যায় তবুও আমরা হাসি ঠেকিয়ে উত্তুরে শীত
ক্লান্ত পরিশ্রান্ত গঠনে নির্মাণে
পৃথিবীতে ছলাকলা এবং ছলনা আছে
তবুও আশ্চর্য সবুজ এই বসন্তের প্রথম চুম্বন তাইতো মানুষ
দীর্ঘরাত্রি দীর্ঘদিন চায়
ক্ষয়ের ব্যর্থতা ঢাকে উদগ্ররঞ্জনে যেন রূপজীবী চিরকাল স্বপ্নে জাগরূক
যেন এক বিপদজনক সীমা অতিক্রম করে কণ্টকিত কাল
শিলাজতু খসে
অস্থিসার আমাদের উদ্যান সংলগ্ন কক্ষ যেন বৈদেহীর উরু
খসে খসে পড়ার ভেতর রহস্যময়তা থেকে যায়
থেকে যায় প্রকৃত সৃষ্টির বীজ
ধুলোর আকুলি ঘেটে ভাবিনা আমরা এর মধ্যে রয়ে গেছে
প্রপিতামহের পদরেণু
নীলরক্ত উবে যায় উচ্ছ্বসিত বুদবুদের মতন
মহাশূন্যে চিত্রল বিলাস
বুকে থাকে শুধু হাহাকার অভিসার শূন্য মৃত্তিকায় ভাসে কার
ভিজে চোখ
এখানে কেঁদেছে কত মা নারী ও সন্তান
বিদীর্ণ হয়েছে কত পিতার হৃদয়
সব নিয়ে গেছে মহাকাল সব রেখে গেছে
নম্রনীল দিগন্তের স্বপ্নে আকাঙ্খায়
পৃথিবীর কোন নদীর প্রবাহে অথবা হরিৎ মাঠে কোন শস্যের ভিতর
মৃতলোক অপ্রকাশ্য থাকে কোন জীবন আলোকে

জীবন ও জীবনহীনতা গ্রন্থি বেঁধে

পরস্পর চলে যায় অন্তহীন আদিহীন দিনরাত্রি   চড়াই উৎরাই

স্থান থেকে স্থানচ্যুত শুধু   ঋতু   ঋতুময়ী এ পৃথিবী থেকে

একটা দুরন্ত ভয় শুধু ওৎ পেতে থাকে

আসলে কিছুই নেই   মহাশূন্যে মহাপূর্ণে

অনেকদিনের পরে   অনুভব করি নিঃসঙ্গ চিলের ডাকে

আমি প্রকৃতির থেকে কতদূরে   তবু প্রকৃতির কতো কাছে আছি

আমি মানুষের থেকে কতদূরে   তবু মানুষের মনের ভিতরে

আমি ঈশ্বরের থেকে কতোদূরে   তবু অনুভবে আসেন ঈশ্বর

অন্ধকার এপারে ওপারে

সাম্প্রতের ভীষণ গমনে   কোন ভয় নেই

কীর্তিনাশা পাড়ে ঢল নামে

এ তাপ দগ্ধত বুকে   বৃষ্টি আসে   বৃষ্টি আসে   বৃষ্টি আসে

নীচে মাটি ভিজে যায়   শস্যের শিকড়ে   অনেকদিনের পরে

নিগূঢ় নৈঃশব্দ্যে থাকে   শব্দবীজ আর

অনুভব   উৎসের অনুভব

বোঝা

সোনালি সোনালি দিনে সংশয় ভীরু তোমার কণ্ঠস্বর
এখনো খুবই মনে পড়ে মা—

তবু আমাকে অনেক বোঝা টানতে হয় দিন রাত
দায়িত্ব বহনের কত ব্যথার আত্মিক চেতনার
বোধের ও নিঃসঙ্গতার বোঝা
মাথার ঘাম পায়ে পড়ে না ঠিক
তবু কত অদেখা রক্তক্ষরণ নিয়তই
বোঝা টানতেই হয়—জীবনের দেনা

বুকের ভিতরে নিয়ে কিশোর সম্পদ
তখনই কী বোঝার ভারে মা বলতেন—
'পড়াশুনা কর বাবা মন দিয়ে নইলে
মাথার ঘাম পায়ে যে পড়বে বোঝা টানতে টানতেই'

শব্দের আঘ্রাণে কখনো

আলো তো সবাই জ্বালে পরিপাটি সন্ধ্যার সভাতে
তারারাও ফুটে ওঠে গোধূলি প্রচ্ছদ বেয়ে
আলো তার যতখানি তার চেয়ে শিল্পের দ্যোতনা
গোপন শিরায় চাঁদ কি ভাবে রেখেছে ধাঁধাঁ
জ্যোৎস্নার চিত্রকল্প
গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে সময় পেরিয়ে যায়
দূরত্ব বল্কল খুলে যদি—
আলোকের উৎস থাকে অন্য কোন দিনের প্রযত্নে।

ঘাস মুখে নিয়ে সোনালি হরিণ তবু হেঁটে যায় নরম মাটিতে
নদী থেকে বনের ভিতর
বাঘের নিষ্ঠুর কীর্ণধার—থাবার ঝিলিক
বিস্ময় হাঁ করে থাকে উদাসীন জলে কুমীরের ছদ্মবেশে।

আমি খুলে ফেলি অব্যক্ত পাথরে বন্ধ দীর্ণ লিপিমালা
কী ঘূর্ণনে যে কখন বলগুলো 'চার/ছয় হয়ে যায়'—
কোন দূরতর অদৃশ্যে সময় কোন মহাদেশ থেকে
পাঠায় প্রগাঢ় রোদ—আত্মধ্বনি—অভিপ্রেত শব্দের আঘ্রাণ
আমাকে বিযুক্ত করে যুক্তও আবার
প্রাণ থেকে নিংড়ে নিয়ে প্রাণ।

শেষ সারির পাখি

কখনো প্রথমে আমি উঠতে কিংবা নামতেও পারি না ঃ
অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে প্রহর ঘোষণার পাখি আমরা
ঝাঁকের শেষের পাখি যেন বন্দুকের নল
আমাদের লক্ষ্যভেদ কখনো করে না।

প্রথম সারির যাত্রী সপ্তপর্ণী ঘাট পেরিয়ে
পৌঁছে গেছে বশিষ্ঠ আশ্রমে
পাঁজরার হাড়ে তারা ঘষেছিল প্রাচীন পাথর
আগুন জ্বালাবে বলে হিমবাহময় উপত্যকায়
ধূসর আকাশ থেকে পূর্ণিমা ছিনিয়ে নেবে তাই
কালো ভাল্লুকের বিষাদ পীড়িত বনভূমির দিকে
তারা এগিয়ে যায়—
বশিষ্ঠ আশ্রম হয়ে তারা এতোক্ষণ পৌঁছে গেছে
সপ্তর্ষি সভাতে।

শেষ খেয়ার সাথী হতে তেমন মোহক্লিষ্ট কেউ নেই—
শুধু আমরা কজন আত্মঘাতী পাখি
পাখায় কাঁপন তুলে দর্পণে দেখেছি সুখ
দেশ কাল প্রকৃতি ব্রহ্মাণ্ড পদযাত্রা করে সহজেই
আমাদের ভাড়া করা অস্তিত্বের চেতনায় বোধে।

শুধু থাকে তীব্র অহঙ্কারে

শুধু তার থাকে এক তীব্র অহংকার।

ভিখিরির মতো অনেক ঘনিষ্ঠ সন্ধ্যা ধূসর খামের থেকে
তুলে নেয় দু আঙুলে যত সব মৃত সংলাপ
অথচ ভিখিরি নয়—এখন ফিরেছি আমি ঘরে
কোন আলো দেখাবে আমাকে কি সুর বাজাবে
তার এতো অহংকার
আমলকি পাতা শীতের শুরুতে কেঁপে কেঁপে নিজে
কী উত্তাপ আমার শরীরে কী আরাম স্বাদ দেবে বলো
লবণাক্ত হাঁটা শেষ—ঝাউবন গোনাবে কি
সমুদ্রের ঝরে যাওয়া ঢেউ!

এপারের থেকে শুনি কে যে ডাকে বুড়িগঙ্গার ওপারে—
ভীরু শব্দ করাঘাত করে—আমার ঘাটের সাম্পান খুলে দেবো কিনা।

নিওন বাতিও ধনাত্মক ঋণাত্মক খেলে—
ইথারের বুক ফেটে ছিলাটানা তীব্রতার তীর
ভালোবাসা মুলোদ্ঘাটিত হলে
কোন অস্ত্রে বিদ্ধ হয় কপাট অর্গল
এপক্ষ ওপক্ষ একা—যুগ্মপক্ষ আঁধার পেরিয়ে
শুধু তার ঝাপটানো শব্দ রেখে যাবে!

শুধু তার থাকে এক তীব্র অহংকার।

তবু এই উত্তরাধিকার

কুয়াসায় মুড়ি দিয়ে সকালটা এসেছিল কাছে
উদভ্রান্ত শেষ রাতে মোরগটা ভিন্ন সুরে ডেকে উঠেছিল
সূর্যের করুণা থেকে দূরে বন্ধজলাশয়ে
পান করেছিল হাত মেপে দু আঁজলা জল
কোন রোদ অমেয় সোহাগে মাখায়নি অলিভ অয়েল
চলে গেছে দিন রাত্রিও তো চলে যায়—
আর ফিরে আসবে না সময়টা বাতিহীন মালগাড়ী চড়ে
দিন রাত্রির ওপারে কি আছে কি আছে—
পৃথিবীর অভিকর্ষ পেরোতে পেরোতে
নাম ধরে ডেকেছিল তাকে ফের অন্য কোন নদী

রোদ্দুরের ঘ্রাণে ভেঁজা অন্য এক প্রসন্ন সকাল
অনেক জীবন্ত মেখে নরম উত্তাপ
কোন এক নিয়মিত বাতিনেভা সীমান্ত স্টেশনে
গম্ভীর রাতের মুখ পাশাপাশি তারা দেখেছিল
অনেক পাপের বোঝা পিতৃপুরুষের দেনা রেখে
কায়েমী আলোর মালা দেয়ালে দুলিয়ে
ধারালো ব্লেডের মত কৌমার্যের হাসি হেসেছিল
আড়কাঠি দিয়ে কত জল মাপা যায় আর
পাল তুলে হাল্কা নৌকো যেখান স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে চলে
ফাঁপা জাহাজের খোল ঠেকে যায় বালির কামড়ে
বেঠিক রাস্তায় বাতিহীন গাড়ী থাকে ঠিক
অহংকারী কামরাগুলোই একদিন চীৎকার করে উঠে ছিনতাই হয়ে যাবে

দেয়ালীর পরে পড়ে থাকা টুকরো কাগজের মতো
তবু আলো জেবলেছিল ছিন্ন হয়ে অন্ধকারে   তবু এই উত্তরাধিকার

তিন লাথিতে মানুষ

কাঁচঘরের দরোজা খুলে কে তুমি যুবক অথবা যুবতী
বেরিয়ে আসছো সদর দরোজার দিকে উদাস অথচ উদাস নয়
মুখমণ্ডলে এমন রেখা উড়ু চুল হাসিতে হাঁটায় অসৌজন্য
শতাব্দীর প্রতি ঘৃণা যেন ঠোঁটে—পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি ও মানুষ
যেন আদিমতা উপেক্ষার নিষ্প্রাণ জড় মনহীন জৈবিক প্রবৃত্তি কিছু

কে তুমি যাও ছত্রাকার অহংকারী পায়ের চলায় ধোঁয়ার মত নস্যাৎ করে
পাইপ টেনে অথবা ঢেউ তুলে পায়ের গোছাতে নিতম্বে ও বুকে
আঁচল খসিয়ে যাও—আরো কত কি যে খসে পড়ে—
গাছের পাতা পথের ধুলো আকাশের বাতাসের ঐতিহ্যের
জীবনের জীবন থেকে জীবন হীনতার—চেয়ে দেখেছো

সব ছেড়ে দিয়ে তাকাও নিজের দিকে একা একা সবাই ঘুমালে
তোমার ঘরের নিজস্ব আয়নার সামনে একবার উলঙ্গ হয়ে যাও
হাঁটো মুখভঙ্গী করো এপাশ ওপাশ চেয়ে দেখো—
তোমার অহংকারী পা পায়ের গোছ নিতম্ব ও জংঘার খাঁজ বুক ও ভ্রূভঙ্গী
তোমার ইচ্ছার স্বপ্নেরা উলঙ্গ হলে কি রকম দেখায়—দেখে নাও
কি রকম কুৎসিৎ আচরণ করে তোমার থলথলে মাংসপিণ্ডগুলো
তারপর নিজের পেছনে নিজে লাথি কষ তিনবার—দেখবে
সব কেমন আঁটসাঁট হয়ে যাবে সব স্বাভাবিক
পোশাক আশাক চুল জুলফি চোখের চাওনি ঠোঁটের রঙ হাঁটা কথা বলা
বুকের উত্থান পতন বেশ প্রকৃতিদত্ত প্রকৃতিদত্ত মনে হবে

নিজের পায়ের লাথি খেলেই মানুষকে নিজের মতই মানুষ বলে
চিনতে কষ্ট হয় না
নিজের পায়ের লাথি খেয়ে কত শুয়রের বাচ্চাও মানুষ হয়ে যায়!

কপাট

তুমি রোজ যাওয়া আসা কর গতানুগতিক দরজা ঠেলে
দুদিকে দুঘর নিরিবিলি মাঝে এক কাঠের দরজা
তুমি এসে খুললে কপাট গাটে গাটে মরচে ছাড়িয়ে
মসৃণ ঘূর্ণনে নিঃশব্দেই খুলে যায় ছিটকিনি বালুঠেস বাসনা বসন

তুমি বোজ যাওয়া আসা কর ইচ্ছামত অর্গল বন্ধ কর খোল
একটি শরীর আর এক মনের উত্তাপ
দু ঘরই সচকিত শব্দে ধ্বনিতে গন্ধে
মধ্যযামে শুধু দুই বিভিন্ন নিশ্বাস
এক'ই হাওয়ায় ভাঙে ঘুম একই কথা বুকের তলায়

শবীর তবুও শরীর—দেহমনের এ সূক্ষ্ম প্রাচীর এখন
শুধু এ কপাট এই সিংহদ্বার—অদৃশ্য সিংহরা ঘোরে
শরীর শরীর চায় মন চায় মন—প্রেমে
অদৃশ্য মেঘের বিদ্যুৎ এ ফটকে জানি

এক ঘরে অর্গল খুলে তো অন্য ঘর অর্গল তুলে দিয়ে
তিমির রাত্রির থেকে দু ঘরেই সহস্র নক্ষত্র লোটায়

উলঙ্গ হই

অকুলান অন্ধকারে দাঁড়িয়ে অনেকেই সংকোচিত করছে অলিন্দ
পারিবারিক   নিজস্ব পতাকা উড়াচ্ছে হাওয়ায়
উত্তেজিত ঘুড়ি লাটাইয়ের প্যাঁচ   ঢেকে ফেলছে
ভাদ্রের আকাশের মেঘ
বিকেলে বিষণ্ণ নদী শুধু নিয়ম মাফিক বয়ে যায়

পাহাড়ী জঙ্গল আর ধাতব শব্দ ছাপিয়ে
ঢল নেমে কোথায় প্রপাত
ঘণ্টাধ্বনি বাজে দূর স্টেশনের সবুজ সংকেতে
সেই শব্দ সেই আলো মৌলিক দরোজা খুলে
স্পর্শ করে শূন্য ভদ্রাসন
প্রত্নগৃহের বাতিল বুক ভিজিয়ে   উলঙ্গ হই
জলপ্রপাত ও নক্ষত্রের কাছে

সবুজ সবুজ সবুজ দ্বীপে

আমি গাছপালার ভিতর স্বজনহীন একা হেঁটে যাই—
একমাত্র ছল জানে না এ শস্য ক্ষেত, এই নির্জন মাঠ ঃ
মার খাচ্ছে, মার খেয়েছে তুষার ক্ষত আর বেনো জলের মার
মাঠের মধ্যে নিশ্চিহ্ন রাস্তা ডুবে গেছে গভীর রাতের মতো
অন্ধকার থেকে তারা ছিনিয়ে রাস্তাটা ঠিক চিনে নেবো
আমি চিহ্নিত শব্দ খুঁজে পাবই এই ক্লান্ত ধ্বনির ভিতর
যদিও ভাঙনের নদীর মতো বালি ক্ষয়ে যাচ্ছে—
আমারও হারিয়ে যাওয়া পথটার স্বপক্ষে
অনেক সওয়াল, অনেক প্রতিবাদ মাঠের বাতাসের মতো বাজবে।

উত্তরের নদী থেকে জলের শব্দ—
আমাকে নৌকোর কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছে
এখনও তো শিমুল ফুলে জেগে আছে নরম উত্তাপের প্রার্থনা,
কুয়াসার উত্তরীয় ছিঁড়ে গেঁয়ো পুকুরের চাতাল ডেকে আনছে সুখ ঃ
মন্দিরের ঘন্টা যেমন পালা করে বাজে—
হলুদ রোদ আর ছায়ার মতো বুকের ভিতর কথা উঠছে, কথা পড়ছে।
মাতাল নদীতে আর ধূপগন্ধী পথে ঝড় উড়বে—
এই তো সময় দূরের দ্বীপে মগ্ন হবার।

শংখচিলের চোখের মধ্যে নীল সাগর নাচছে,
ঝাউএর সবুজ ছায়ায় মাটি থেকে সোঁদা গন্ধও ;
আর একটু পথ, এইতো এসে গেছি—
লোনা জলের স্বাদে মাখা সবুজ, সবুজ, সবুজ দ্বীপে।

আজো ধলেশ্বরী

রেখেছি প্রার্থনা কত বৃদ্ধ অশ্বত্থের তলে,
কেটেছি সাঁতার কাকচক্ষু শুশ্রূষার জলে ;
ভিজিয়ে শিশিরে প্রথম ঘাসের ফুল
হাত ধরে নিয়ে গেছে প্রথম কদম ফুলের বেদনার কাছে।
এইসব আশ্চর্য ঘ্রাণ আদিগন্ত গাঙের গভীরে
খুঁজে ফিরি প্রাচীন দরোজা ভেঙে কাকাতুয়া রোদ্দুরের সিঁড়ি

তখনই চোখের নীচে আবার শিশির জমে,
ভাদ্রের ঢল নেমে ভেঙে যায় শানে বাঁধা পাড় ;
লিপিমালা ধুয়ে যায় শংখচূড় ঘ্রাণে ঃ
রাত্রির তিমিরে মুছে রক্ত মাখা ডানা
নিরুদ্ধ হৃদয় দেখে ফেলে আসা জোনাকির চোখ।
বোধিবৃক্ষ করতলে
তবু ঘাসের ভিতরে রয়ে গেছে বালক বয়স ;
সমুদ্রে ভিজেনি বুক
শূন্য আঁজলা ভরে দেয় নদী ধলেশ্বরী।

এখন অশ্রুতে ভেজা

ইদানীং অশ্রুতেই ভিজে যায় প্রাচীন চুম্বন
শরীরের ভাঁজে ভাঁজে ঢেউ তোলা পাহাড়তলীতে
স্মৃতিগুলো কুয়াসার অস্পষ্ট গভীরে ফিরে দেখা

পাহাড়ের চূড়োতে মন্দির একদিন চাক্ষুষ করেছি বিগ্রহও
ভোরের স্তব্ধতা থেকে দৈবত প্রার্থনায় নদী
পৌঁছে গেছে রাত্রির শরীরে

এখন সে মৃত জলে যাবতীয় গেরস্থালি ধোয়া
উত্তরের হাওয়ায় মুছে যায় কারুকাজ পলেস্তরা
গোপন সঞ্চয়
একমাত্র উপাসনাগৃহ থেকে ভেসে আসে ধূপগন্ধে
যেন অস্পষ্ট নিজস্ব পায়ের শব্দ
যেন অশ্রুর আর্দ্রতা নিয়ে
প্রবাহিত নদী ফিরে আসে বুকের ভিতর

একমাত্র সমুদ্রই

সোনালী বিষাদে গড়া এ শরীর সমুদ্রকেই
একদিন ফিরিয়ে দিয়ে যেতে হবে
যে কোন সময় আঁচল খুলে গোপনীয় চাবির গোছা
পাতার আড়ালে লুকিয়ে রাখা নিজস্ব সম্পদ
ফিরিয়ে দিতে হয়

সব দিয়ে ফিরে চায় যদি কেন ভয়
প্রশ্ন কেন
দেবার না ফেরাবার জানা নেই
নীলাম নয় নয় দস্যুর নৈশ অভিযান
নীল গাঢ় নীল থেকে ছেঁকে তোলা শুভ্র শঙ্খ
অনেক বেজেছে পৃথিবীতে অনেক কল্যাণ
তবু মোহনার কাছে ফিরে যেতে নিজেকে ভারাক্রান্ত
মনে হয় কেন

জানি বুক ভরা যন্ত্রণা মুছে দিতে
একমাত্র সমুদ্রই পারে

আড়ালের খেলা

সংসারের নিগূঢ় জলে অনেকেরই বাড়ীর সামনের রাস্তা ভেসে যায়—
সেই জলের আড়ালে ছেঁড়া কাপড় কাগজ ভাঙা কাঁচের চিমনি
অনায়াসেই ছুঁড়ে ফেলি
রকমারি ওপর স্রোতে ভাসে
কাগজের নৌকো কলার ভেলায় প্রদীপ ইত্যাকার আদিখ্যেতা

স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাস বই ছিঁড়ে ফুলদানী ভাঙে ফুলগাছ উপড়ায়—
একাকার সমতলে টেনে নামায় উঁচু নীচু প্রদেশের
বিভেদ বিচ্ছেদগুলো
আমাদের দূষিত শাসন নির্দোষ জগতের আপাত অন্ধকারে হাঁটু ভাঙে
বাদামী নদীর ওপর ঝুলন্ত সাঁকোতে দোল খাই
শিশুদের শব বয়ে নিয়ে যায় মৃত জল
অবদমিত কারসাজি বয়স্কমনস্কতায় সুখী হয়
সেই পৌনঃপুণিক ছেঁড়া ছুঁড়া আড়ালের খেল শিখে

চন্দন নিয়েছি যখন

যৌবন নিয়েছি তোর, বার্ধক্যও নেবো সুচরিতা—
চরিত্রে আমার কিছু বৈপরীত্য আছে।
পলাতক হরিণের পিছে অগুরুর বনে গেছি—
বৃক্ষের শরীর চিরে চন্দন মেখেছি বুকে।

হরিণের হৃদয় খুঁজে মৃগনাভি লোভ
রাত্রির স্তব্ধতা ভাঙে, শব্দ ভাঙে অক্ষরে অক্ষরে ঃ
তার চেয়ে হরিণ আমার, আমারই সোনার হরিণ—
নির্ভয়ে ঘাসের বনে প্রকৃত নদীর মতো
লজ্জা আঁকো চোখে ;
সারারাত উষ্ণ এক লাল অন্ধকারে জেগে থেকে
আমি গড়ে দেবো এক অলৌকিক সিঁড়ি তোমার তৃষ্ণায়।

চন্দন নিয়েছি—চন্দনকাঠও নেবো আমার চিতায় ঃ
চরিত্রে আমার কিছু বৈপরীত্য আছে সুচরিতা।

ঋণ দাও স্থাবর সময়

বিস্তীর্ণ সবুজ ক্ষেত আর বেগবান নদী আমারও একদিন ছিল
নিমগ্ন সময় ঘরে আর ফসলের ভারে আর হাওয়ায় ঃ
এখন এ জীর্ণ বাঁধ—নোনাজল উত্তরাধিকারে লোভী চিতার চোখে চেয়ে,
এখন সময় ছিন্ন ঃ   বিপন্ন বাতাসে হা হা স্বর বেজে ওঠে ;
ভৌতিক মধ্যরাতে সমস্ত জানালা কপাট খুলে যায়
তবু নয় নতজানু হওয়া।
বৃদ্ধ অশ্বত্থের কাছে, বটবৃক্ষমূলে অনেক রেখেছি প্রার্থনা
পেয়েছি আশীর্বাদও ঃ
বাইরে রয়েছে গাঢ় রোদ নেতৃত্বাভিলাষী—ছায়া খোঁজে রয়েছে কে কোথায়-
নেমেছে প্রবল বন্যা, বালুচর ভাসে—জলঢাকা নদীর গর্ভে মৃতদেহ
নিজস্ব প্রাচীর তুলে প্রতারক অথবা হন্তারক সময়েরা
নেমে এসো নরম শব্দের স্বর্গ থেকে ;
মুখোমুখি প্রতিরোধে—দ্রবীভূত পদ্মমধুও করুণায় থাক বন্ধ—
সামনে অনেক শব্দ, অনেক বেদনার মধ্যে স্তব্ধ নক্ষত্রও আছে ঃ
মহাকাল দেবে না সময় ; তোমাদের স্থাবর সময় থেকে ঋণ দাও—
আমার প্রাচীন ক্ষেতে দেখে যাই নতুন শস্য আর যোগ্য জলাশয়।

পূর্ণিমার খোঁজে

বিস্ফারিত চোখ জংঘা ও অস্থিতে দৃঢ় মাংসপেশী
আগুন পাঁজরে নিয়ে চির অভিযাত্রী অনুস্বার দ্বীপে
আমি এক যাযাবর অশ্রুর আহ্বানে নিতে পারি বিষ
যখন করেছে বিদ্ধ এই বুক তীক্ষ্ণ তৃণে এক মৌলিক নিষাদ।

অভিনয় অভিনয়ের ভিতর জলপ্রপাতেও মুখোশের কারুকাজ
বালিয়াড়ি খুঁড়ে সমুদ্রবলয় ভেঙে খুঁজেছি নিঃশব্দ জল—কবিতা আমার
কণ্ঠস্বর বিক্ষত করেছি ডেকেছি নরম ছায়া বনের ওপারে
ছেঁকেছি আবিল রোদ নদী আর মৃত্তিকার মুখে
কণ্ঠনালী পরিক্রমা করে দ্বিতীয়ার চাঁদ কবে হবে প্রার্থিত পূর্ণিমা !

অনেক প্রখর সূর্য সুগম্ভীর বৃষ্টি আর হার্মাদ বাতাস
ঝরিয়ে দিয়েছে ফুল পাতা ও বল্কল
আবার এসেছি ফিরে ধূসর ধূমল উদোম হিমের মধ্যে
কে তুমি তাপস
তোমার শিকড়ে সেই বিবিক্ত আলোক
এই মধ্যযামে বেঁচে আছে কিনা
খুঁজে নিতে সমুদ্রের সমস্ত বেদনা   জলপ্রপাতের
শুধু স্থির এই বৃক্ষ এই বিশল্যকরণী।

এখনো সময়

লাল ঘোড়াটা আকাশ পথে তারার আলো মাড়িয়ে গেছে
মাটির বুকে উড়িয়ে গেছে অনেক ধুলো।
বুকের ভীরু স্তব্ধ খামার নুইয়ে পড়ে সাত সকালে
শিশির ভেজা বাতাস মুছে লজ্জা পাওয়া সূর্যটাকে—
আমরা উঁচু সেলাম ঠুকে তোমায় প্রভু মহামান্য,
বিষণ্ণতায় চেটেই খাবো অশ্বমেধের হবিষ্যান্ন !

নীল নিসর্গে স্বপ্নস্মৃতির ডুবো পাহাড় মুখোশ আঁটে ঃ

বর্গী ঘোড়া জনসভায় রাখছে না আর ঘণ্টাধ্বনি
সন্ধ্যারতি, মৌন দেউল ;
সোনার পদ্ম, নুড়ি পাথর নগ্ননদীর উপকূলেই,
মগ্ন মদির অধিত্যকায় বরাভয়ের গোপন সিঁড়ি ঃ
শ্বেত পালকে নষ্ট সময় উষ্ণ বুকের রক্ত মুছেই হাসবে হা হা !

তখন তুমি ইঁট পাথরের নকল স্বর্গ রক্ষা কোরো—
প্রভু, তোমার সমর্পণের নিশান উড়ে !

বুকের মধ্যে ভোর কুয়াসা—এখনও তো সময় আছে
প্রভু, দগ্‌দগে লাল সূর্য ওঠার !

খুঁজে পাওয়া প্রবাহিত নদী

সমগ্র নদীর শরীর জরিপ করতে করতে
উৎস থেকে প্রপাতের শব্দ ছিনিয়ে নিতে চাই
মোহনার অর্পণে চাই দিকচিহ্নহীন হয়ে যেতে
নির্জন উত্তুঙ্গ শীর্ষে কিংবা গোপন গভীর প্রদেশে
ডাক শুনে ছুটে যেতে যেতে খুলে দিতে হয় বুকের পাঁজর
ছিঁড়ে দিতে হয় শিরা উপশিরায় জটিল গ্রন্থীমালা

প্রাথমিক পর্যটন শেষে পাখি ফিরে নির্জনে অভিজ্ঞতায়
স্বেচ্ছানির্বাসনে ফুটে ওঠে অন্তর্নিহিত আলোক
প্রশ্নপত্রের গূঢ় কারসাজি থেকে খুঁজে নিতে হয় নিজস্ব উত্তর
বিস্তারে নয় বিন্যাসে নয়   মগ্ন চন্দ্রমুখী রাতে
শব্দের আদিমূল ছিঁড়ে   অবশেষে
খুঁজে পায় নদী   প্রবাহিত নদী

প্রতীক্ষা

দরোজায় কান পেতে আছি—
হাওয়ার শব্দেই খুলি খিল ;
আলোর জানালা নিয়ে
মধ্যরাতে শেষ ট্রেন গেলে
বনের নরম শয্যা
ক্লান্ত ডানা চাঁদ ডেকে নেয় ঃ

এখনো এল না বৃষ্টি শর্তহীন এই করতলে-
নীলগন্ধ মাখা বুক
হে সমুদ্র, সমুদ্র আমার !

পৃথিবীর দিনপঞ্জী

বিকেলের শরীরে কুয়াসার আনাগোনা ঃ
ম্লান জল টুপটাপ ঝরে গেলে—
প্রবহমান নদী ফিরে ঘরে ।

রাত শেষ—সূর্য হাসে সবুজ সংলাপে ঃ
সুপ্ত রাজকন্যা দুহাতে চোখ রগড়িয়ে জেগে ওঠে,
স্মৃতিবন্দী বেদের ঝাঁপিতে নিষ্ফল দুরন্ত ছোবল ।

পৃথিবীর দিনপঞ্জী লেখা হয় অদৃশ্য খাতায় ।

প্রতিধ্বনি ফিরে আসেই

নীল ধুতুরা নিয়ে তোমার প্রিয় খেলা সারাদিন ঃ
আমার বাগানে তাই সহস্র বীজ পুঁতে দিয়েছি,—
সাপের বিষের চেয়েও তীব্র কুঁচ বিষ।
আমার ধূসর জমি চষে অশ্রুতেই ভিজিয়েছি মাটি,
তুমি, তোমার সময়ে ইচ্ছা যদি করো—
পাকা ফসলের ক্ষেতে মই দিয়ে যেয়ো।

কথা বন্ধ হলে দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মাথায় মণি নিয়ে
যদি জেগে ওঠে নদীভাঙা গ্রাম,
তাহলেই খুলে যাবে সাদা বরফে ঢাকা
লুকানো গুহার সমস্ত জমাট শব্দ ;
আর্দ্র বাতাস ভেঙে
বেদগ্রন্থমালা হাতে প্রতিধ্বনি ফিরে আসেই ঃ

শুধু শুধু কিছু নিয়ে যায় না সমুদ্র।

পোশাক বানাবো

কেউ থাকবে না—
শুধু এক ধূসর ছায়ার পোশাক বানাবো সারারাত ঃ
ডুবুরী পেয়েছে খবর গহিন সাগরের
এক যাত্রাশেষ জাহাজের ভগ্ন পাটাতন।

সারারাত বুনে—
ভেজা শেফালীর পাপড়ির মতো
বেদখল হওয়ার মাপে
এক স্মৃতি বন্দী পোশাক বানাবো।

সমর্পণ

এখনো সময় করে নদীতে নৌকো নিয়ে যাই ;
যাই খালে, বিলে কিংবা কোথায়—
পদ্মের পাপড়ি থেকে অশ্রু নিয়ে ফিরি।
প্রশান্ত হৃদয়ের মতো যদি অনাদি অনন্ত হতো ঘর—
নদী, পাহাড়, এমনকি সাগরকেও ডাকতাম সেখানে
আর বলতাম, নাও, তোমাকে দিলাম আমার আলোর ঘুঙুর।

ঘাতক

দেয়ালে পঙ্খের কাজে মোমে আটা প্লাস্টিকের রঙ,
রাত্রির নরম ভাঁজে নীলছায়া—আদিম বাতাস ;
ডাইনিং টেবিলে হেসে টিনোপাল দাঁত
অভিজ্ঞ বৃক্ষের মূলেও চালায় করাত ঃ
রসুইখানার ঘ্রাণ রকমারি, বিবিধ শব্দের
টিউলিপ পাত্রে তুলে লালমদ সফেনতুফান।

'মেরে ফেললো ও' বলে কোন বেয়াদব এমন চেঁচায়-
এখনো ঝিলিক মারে কালো পিচে ফ্লুরেসেন্ট আলো
এখনো রয়েছে জেগে মধ্যবিত্ত প্রাণ,
কৃষ্ণচূড়ার নীচে রাতের সন্ধানে !
কালোপর্দা খুলে দেখে কামার্ত রাত্রি জানালায়—
আমূল উন্মুক্ত জঙ্ঘা, দূরে দ্রুত লোহিত সাগর
ছুটে এসে কড়া নাড়ে, দরজায় বালিয়াড়ি ধস ঃ

টিনোপাল দাঁতগুলো মূর্ছা গেছে দেবদারু বনে,
প্লেটে প্লেটে উপছায়া গলাকাটা হলুদ কফিনে।

বাসমতী ঘ্রাণ

প্রিয় কবর ভূমিতে প্রাত্যহিক অশ্রু ও ফুল রেখে আসা ;
মাটি খুঁড়ে কফিন, আরকে জারানো মমি,
শূন্য পাপড়ি ফুল—কি গন্ধ বিলোবে,
কোন হাসি, কোন আসবাব !
যে আছে অজ্ঞাতবাসে—
তাকে ডেকো মধ্যরাতের চৌচির বুকের ভিতর ;
মেহেদী রঙের বুড়ো ফকির
যেমন ঈশ্বরকে ডাকে   ভোরের আজান ধ্বনিতে

কবরের কান্না কিংবা শান্তির শ্মশান মাড়িয়ে
কেউ পারে মাঠজোড়া ফুলের বাগান বানাতেও,
ডেকে আনতে নদী, শঙ্খচিল ও ঝিনুকের খেলা ;
সে নবান্ন উৎসবকে ডেকে বলো   আমারও উৎসব,
পংতি ভোজনের জন্য আঁজলা ভরে দিও
নিংড়ানো বাসমতী ঘ্রাণ।

বসন্ত দিনে মাকে

মা, আমার জানালাটা খুলে দাও,
আমি শিমুল গাছটা দেখবো।

অনেক প্রসন্ন শরতের অমল রোদ্দুর
বুকের ভিতর থেকে বুকের ভিতরে,
অনেক কুয়াসাছোঁকা জ্যোৎস্নায়
আঁজলা ভরে ধুইয়েছ মুখ ;
নরম তুলোর উত্তাপ ছিঁনিয়ে
অনেক শীতের রাত কবোষ্ণ, সুস্বাদু ;
দুহাতে জড়িয়ে কত মধু ঘুম চোখ থেকে চোখে।

আমি মহুয়ার মূলে বেটে রক্তের ভিতর নিয়েছি—
পেশীতে স্নায়ুতে চিন্তায় ঘন নীল বিষের বিলাস,
তোমার অমৃত ছেড়ে আমার নিঃশ্বাসে এখন
নাগচম্পা মন্থনের ঘ্রাণ ওঠে।
মা, আমাকে দরজা খুলে দাও ঃ
প্রত্যেক সন্তান নিজস্ব প্রতিশ্রুতিতে বিক্ষত করে বুক-
আমি লোধ্ররেণু তুলে আনবো
লাল পাপড়ির গহন অন্ধকার থেকে।

দুঃখিনী মা আমার,
জানালাটা খুলে দাও, দরজাটা খুলে দাও,
দেড় যুগ জমানো দীর্ঘশ্বাস মুছে—
আমাকে শিমুল গাছটা দেখতে দাও।

নীল সুখের আতর

বিষণ্ণ বর্ষাও মাখে কলাবতী সুখের আতর,
নিকষিত অম্লজলে পুষ্ট নদী সুবর্ণ রেখায় ;
তাহলে উঠুক হাওয়া ঘণ্টায় যে কোন উদ্বেগে—
আমারও প্রাচীর ঘেষে জেগে থাকে সূর্যমুখী বুক,
প্রত্যেক নিঃশ্বাসে ধ্যান ভরে নীল প্রতিশ্রুতি মালা—
আমারও ভাসবে সুর বালিহাঁস আঁকা দূর
উড়াল আকাশে।

জোনাকির ঝাঁপি

সময় পেলেই আমি অন্ধকার নদীতে বুক ভিজিয়ে আসি ;
চোখ মাথা চুল দিনের আলকুশী হাত—
ঝেড়ে ফেলে ফিরে যাই দূরস্থিত নক্ষত্রের কাছে।

দিনের দৃষ্টিতে গড়া অহেতুক মায়ার হরিণ,
ঘাসবনে ছেড়ে দিয়ে দুই হাত মুক্তির গণ্ডূষে
পান করে হিরণ্ময় রাত্রির শরীর।

শুভ্র শঙ্খের শব্দে মায়ের চুলের মতো সুরভী আঁধার ঃ
ছুঁতে যেয়ে শিকল ছেঁড়া কৈশোর সমুদ্রের তলদেশ—
আমি নগ্ন হয়ে জোনাকির ঝাঁপি খুলে বসি।

প্রাত্যহিক সিঁদুর

ছেলেবেলার ফুলগুলি ফেলে এসেছি কোন মাঠে,
প্রথম যৌবনের নদীকে বইতে দেখেছি শস্য ক্ষেতের ভিতর,
—মনে পড়ে সাদা পতাকার দিন।

মনে পড়ে মাছির ঝাঁকের স্মৃতি থেকে আত্মরক্ষার
শ্রীহীন মশারির নিঃসঙ্গতা নিয়ে।
বাতাসের দিগবদলে জেনেছি,
কলাপাতা রঙের বাগানে বসন্ত এখন,
কালবোশেখীর জোয়ারে সে নদীর স্বচ্ছন্দ যৌবন ;
আমি পঙ্গু মশারির অসংখ্য ছিদ্র গুণে
দিনে মাছি ও রাতের মশা তাড়িয়েই বাঁচি ঃ

তবু ভোর সূর্যে দেখি আমার কিশোরী মায়ের
প্রাত্যহিক সিঁদুর।

দরোজা খোলা রেখো

দরোজা খুলে রেখো মন্দিরের,
শেষ আরতির পরও দরোজা খোলা রেখো—
আবার ঢেঁড়া বাজাতে হবে হরিৎ শস্য ক্ষেতে ঃ

মহিষ বাথানে মধ্যরাতে ইন্দ্রসভা ডাকে আলেয়ারা,
অহংকারী বাতাস রাস্তার ধুলো পাতাকেও
আকাশের দিকে নিয়ে যায় ঃ
রুপোলি অববাহিকার গন্ধ, মাতাল বনের চন্দন
পার হয়ে শব্দভেদী বাণ ব্যর্থ হয়ে গেলে,
ভোরের সমুদ্র থিতোয়—পুরোনো জলের দাগ মনে পড়ে।
বাণিজ্য সম্ভার নিয়ে প্রবাহিত নদীর সাদা শঙ্খের কাছে
শব্দ প্রার্থনা করতে মন্থর পায়ে ফিরে আসতে হয়,
ফিরে আসতে হয় পুরাতন মন্দিরের চাতালে
ঘন্টাধ্বনির মধ্যে নতজানু হতে।

মধ্যরাতেও মন্দিরের দরোজা খুলে রেখো।

মধ্যবিন্দু তবু স্থির থাকে

দরোজায় আমার ঘণ্টা বাজাবার কথা ছিল ঃ

নিজের মাথার চুলে আলোবন্ধ করে বসে আছি
আলো জ্বেলে সবাই দেখতে চায় মুখ ;
আমি মুখ বন্ধ করে বসে আছি—
অন্ধকারে নীল আলো দেখবো তোমার তারায়।

তোমার শরীর ভেঙে পদ্মকুঁড়ি ঘ্রাণ,
পদ্মের পাপড়ি যেন হিরণ্ময় রাতে তুলে আনা সুখ ঃ
সব ভেঙে যায়   নীল তিমি চালায় করাত
নির্জন নৈঃশব্দ্যের শিকড়ে।
তখনই মনে হয়   আমি মন্দিরে
অনেক স্তব্ধতা ফেলে এসেছি বহুদিন ঃ
দরোজায় আমার ঘণ্টা বাজাবার কথা ছিল,
কথাছিল   পাথরে চন্দন ঘষে স্তব্ধতা ভাঙবার ;
সেই মৃগনাভির জন্য আকুল প্রার্থনা জাগে,
হরিৎ মাঠের জন্য নতজানু হতে ইচ্ছা করে।

কোন এক রক্তিম ঝিলে ঢিল ছুঁড়ি—
ঘাসের স্বপ্ন ভাসে ঢেউএ ঢেউএ উথাল পাথাল ,
নীলাভ জ্যোৎস্নার মতো নদীর প্রবাহে ঝাঁপ দিলে
প্রস্থজোড়া বালুকণা রাতের তারার মত ভাসে ঃ
পিঁপড়ের শরীর পেঁাছে কোন এক প্রবালের দ্বীপে।

মৃত প্রবালের দেহে মধ্যবিন্দু তবু স্থির থাকে।

প্রবল জোয়ারে ফুল

আমার প্রার্থনা ভেঙে তুমি এক স্থাপত্য মন্দির
গড়ে দেবে বলেছিলে ঃ
হিমরাত হিহি করে সূর্য তাপ ফেলে দীর্ঘশ্বাস—
প্রবল জোয়ারে ফুল ভাসিয়েছি   তাকাইনি ফিরে
ভেবেছি আমার শব্দ পেঁাছে যাবে আলোর দক্ষিণে।

এখন আমার হাতে শূন্যগর্ভ কালের বুদ্বুদ—
আঁজলা ভরে নিয়ে আসা আমারই নিজস্ব নোনাজল।

দিগ্বিজয়

হাওয়ার মধ্যে হাওয়া ওঠে,
হাওয়ার ভিতর ভয় ;
ডানায় কেটে এপার ওপার
—সুনীল দিগ্বিজয়।

প্রকাশ করা, প্রকাশ হওয়া নয়।

একটি শব্দ ঃ ভালোবাসা

একটি শব্দ হারিয়ে গেছে, ডুবে গেছে কোন পুকুরে
কেউ জানে না, আমার বুকের শব্দ, যেন
পড়লো খসে টলটলে জল পদ্মপাতায় জানা চেনা—
হারিয়ে গেছে ঢেউয়ের তলে একটি শব্দ ঃ ভালোবাসা।

প্রতিধ্বনির জন্য

নিসর্গ-দরোজা খুলে বৃক্ষ ও পাহাড়
প্রত্যহ নরমজলে ধুয়ে নেয় কার্নিসের মুখ ;
শীতের প্রত্যঙ্গ গলা ত্রিবেণী সঙ্গমে
আবক্ষ ভিজিয়ে নেয় সাধু সন্ন্যেসীরা।

রৌদ্রদীর্ণ ছায়ারাও সারাদিন কি যে খুঁজে ফেরে—
ধূসর কাঁটা গাছকে আশ্লেষে জড়ায় কচিপাতা,
ভাঙা গিরিখাদে কেন সিঁদুর রঙের ফুল ফোটে !

অবৈধ ঠোঁটের ছাপ জঙ্ঘা থেকে সমগ্র ধর্ষণ
মুছে নিতে পরমার শুচিশুভ্র দৃষ্টির মতন
মহানন্দা নদী নামে একদিন—
স্নান করে পৃথিবীর সকল বয়স।
প্রার্থিত মোহনা থেকে মৌলিক ধ্বনির বুকে প্রতিধ্বনি ফিরে ফিরে আসে।

মাথায় বোঝা কিংবা বুকে ব্যথা নিয়ে

মাথায় বোঝা নিয়ে কাউকে সম্মান দেখানো যায় না।

কাকডাকা ভোরে নিমগাছ জেগে ওঠে
সারাদিন বাড়ীটাকে আগলে রাখে ছায়ায়
দাঁতের পেটের সমস্ত ছোঁয়াচে রোগের বীজাণু ঝেঁটিয়ে
ত্রিসীমানার বাইরে বিদায় করা সারাদিন
তারজন্য মাটির ঘোড়ার মানত নেই
মেটে সিঁদুর কিংবা বাসি চন্দনের ফোঁটাও কেউ পরায় না।

শীতের নদীর বুকে চর দেখা দিলে
ফিরতি বর্ষায় মোটরলঞ্চ চলবে না
তবু নদীর চড়া খুঁড়লে কাকচক্ষু জল
পাহাড়ের হলুদ ফুলে মেঘ ডাকে
মাথার কাপড় ফেলে তখনই তার একর্বার
ব্যালকনিতে আসা চাই-ই।

বুকে ব্যথা নিয়ে কাউকে সম্মান দেখানো যায় না।

চলো নতুন নগর

ছেঁড়া পাতায় জোড়া দিয়ে ডাক দিয়েছো বিকেল বেলা—
এবার চলো নতুন পথে, চলো না যাই নতুন হ্রদে !
একটি সন্ধ্যা কাটিয়ে এসো, ভরাট জমি, দেবদারু গাছ দেখে এসো ;
কেমন করে ফুটে থাকে চোখের জলে বুকের শালুক !

সকালবেলা ডাক দিলে না শরীর ভাঙা পদ্মকলির,
বুকের অসুখ আর কি সারে অসময়ে বদ্যি ডেকে,
মনের ব্যথা আর কি ভিজে ঘাসের শিশির শুকিয়ে গেলে !
তখন তুমি ডাক দিলে না ; দেশান্তরে ধন্বন্তরি—
পঙ্গু পায়ে পার হব কি যোজন যোজন বালিয়াড়ি !

যদি পার ঝুমকোলতা, নলটুনিঘাস বিছিয়ে দিও,
পথ ভাঙা পা জড়িয়ে ধরা মধুকূপি মিশিয়ে দিও,
বুকের রক্তে সন্ধ্যাবেলা ধুলোর মধ্যেও আমলকি ফল
হৃদয় খোলে।

সমন্বয়

ঘোড়সোয়ারের রক্ত মাখা হাতে চাবুক ঃ
সে হাতই কি শরীর ছেনে স্বপ্ন আঁকে নীলাঞ্জনে,
সে হাতই কি হার পরাবে অমলঘ্রাণে ফুলের মতো !
তবু লাজুক বুকের পাখি ঝিলের জলে কলমীলতা সাক্ষী মানে।

সেই হারকে শিকল ভেবে ছুটছে ঘোড়া জোড় কদমে
তেপান্তরে ;
সে ছোঁয়াকে আঘাত ভেবে ভাঙছে আঘাত নরম জমি,
তরল নদী উল্টোবয়ে হিমালয়ের কঠিন বরফ।

মোড় ঘুরলেই সমুদ্র তার রূপ দেখাবে—
এ সান্ত্বনায় নোনাজলের বানে ভাসি,
এ সান্ত্বনায় আবার হাসি নির্জনতায় –
আমি ছাড়া আর কি আছে ভোজ্য তোমার !
দ্বারে দ্বারে জোর পাহারা
কানামাছি ঢুকতে গেলে তাড়িয়ে দেবে ঃ
এমনি করে আমি তোমার নাগাল থেকে ফিরে আসি।

তবু লাজুক কলমীলতা, দুরু দুরু বুকের পাখি
ঘুম ভাঙায়ে ডেকে ওঠায়
হঠাৎ করে চমকে ওঠা রোদের আভা !

ঘোড়সোয়ারের রক্তমাখা হাতে চাবুক ঃ
আপন বুকের মাংস ছাড়া আর কি আছে চেটে নেবার !

অভিজ্ঞান না নিয়ে যদি

অভিজ্ঞান না নিয়ে যদি বিমূর্ত মহিমা ভাসাই—
জলই শুধু স্বর্ণময় হয়ে ওঠে আপন প্রজ্ঞায়।
দাবানল শিরা উপশিরা বেয়ে
নাভিমূলে কীর্ণ দাঁতে কাটে ;
দূরস্থিত রাঁচি পাহাড়ের এলো মেলো হাওয়া
ক্রমশই রক্তাক্ত করে গোলাপ হৃদয় ;
নরম পালকে ঢেকে শ্বেত পারাবত স্তব্ধ হয়ে যায়।

সেই সব ব্যর্থ রক্ত, সেই সব কবন্ধমূর্তির হাহাকার
অস্বীকার করে না নদী ;
দুঃখ বয়ে গভীর গোপনে, ঢেউএ বাজে মৃদঙ্গ সানাই।
বস্তুত
গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করি রবাহূত আমরা সবাই।

কেউ কেউ পায়

পৃথিবীতে কিছু নদী আছে—
যা দুবার আর পার হওয়া যায় না।
আমরা সেই সব আনন্দের নদীগুলি
পেরিয়ে এখন বালু আর কাশের জঙ্গলে
লুকোচুরি খেলি।

আমাদের সামনে রয়েছে
অগণন নীলকণ্ঠ নদী।
যে সমস্ত অনেক অনেকবার
এপার ওপার হতে কোন বাধা নেই ঃ
বস্তুত
এই সব নদীগুলির পরে
আর একটি মাত্র মহাদেশ ঃ

এই সব নদীগুলি অসংখ্য বার পেরোতে পেরোতে
কেউ কেউ শংখমালা পায়।

রবীন্দ্রনাথ

ত্রিকাল তিমিরে ভাসে
সময়ের ব্যবধানেও
এক ভালোবাসা ঃ

হৃদয়ের বোধোদয়ে—
একই রস, একটি মুখ,
এক নাম—রবীন্দ্রনাথ।

হাতেই

হাত বাড়াই আকাশে
সরে যায় নদী ঃ
হাত নামাই, কাছে আসে
নম্র করজোড়।

কে

মৌন পর্বত, মগ্ন সমুদ্র—
তোমাকে চিনি না আমি ;
তার শরীর কি হাওয়ায় ভাসে
যে পাঠায়—যোগসূত্র নদী !

জীবনানন্দ দিয়েছিলো

কিছু ঘাস কিছু ফুল তুলে
রূপসী বাংলার মাঠ থেকে দিয়েছিলো
আমাদের স্থিরজানু শহরের টবে।
তখন বুঝিনি তার মানে,
এত কথা বলা যায় ঘ্রাণে ;
বঞ্চনা, অভাব—
এতখানি বিরহের তাপ জমা ছিলো !

এ হৃদয় হিরণ্ময় রূপকুণ্ড ঃ
এমন আশ্বাসে কেউ—
আমার বাগানে,
ঘাস আর ধান সিঁড়ি নদী আর ফুলে
ফোটায় নি কলি ;
এমন হয় নি ইচ্ছা—
গলানো সোনার মালা ছিঁড়ে,
কোনদিন—সবুজ বনের লতা
খুঁজে নিয়ে তোমায় পরাতে।

একটি মানপত্র

(যুদ্ধে নিমজ্জিত ভারতীয় ফ্রিগেট 'কুকরী'র ক্যাপ্টেন
মহেন্দ্রনাথ মুল্লার মুখ মনে রেখে)

এখনও মধ্য সমুদ্রের জল নিথর হয়ে যায় নি,
এখনও মাস্তুল সমেত আপার ডেক জেগে আছে—
এখনও আমরা সবাই শেষ সাথী হয়ে আছি।
এইবার শেষ বিউগল বাজিয়ে
দূর উত্তপ্ত হৃদয়ের কাছে নিরাপত্তার দেশে চলে যাব,
আর তুমি, নীল শীতল সমুদ্রে কয়েকটি বুদবুদ জাগিয়ে একা—
আর আমরা চলে যাবো স্মৃতির কফিন বয়ে।

নোনাজল পড়ল মানপত্রে—
কিছু মনে করো না ক্যাপ্টেন।
এই চোখের জলে তুমি, তুমি অনেক কিছুই দেখতে পাবে।
আমাদের চোখের জল যদি তোমার পথ পিছিল করে—
ক্ষমা করো ক্যাপ্টেন।
আমাদের চোখের জলে তুমি কি তোমার প্রিয় পৃথিবীকে দেখতে পাচ্ছো ?

নীলকণ্ঠ পাখির পালক

ছাদের দক্ষিণ কোণে
পড়ে আছে নীলকণ্ঠ পাখির পালক।
তাহলে তো উন্মুক্ত সমুদ্র থেকে
গানের পাখিরা আমার বাড়ীর পাশে
কোন না কোন সময় যাতায়াত করে!
আমি থাকি বন্ধ ঘরে বাজারের ফর্দ নিয়েঃ
চৌহদ্দিতে ক্ষুধা, জ্বালা, ঘৃণা, ভয়—
পাক খায় ধোঁয়া একরাশ;
রাখি না খবর—সোনালী রোদের বুকে কখনো বা
উড়ে যায় এক ঝাঁক সাদা বালিহাঁস।
আমার ঘরের দেয়ালে সিলুয়েট রূপ চিরন্তন
চুপচাপ মুখোমুখি বসে থাকে;
আজের সকাল ব্যতিক্রম যেন মূর্চ্ছনায়।

দক্ষিণের বারান্দা না থাক—
প্রতি ঘরে দক্ষিণ কোণটাতে আছে!
একটি জানালা শুধু, একটু ফোকর উন্মুখ আলোকে
বালিহাঁস উড়ে যাওয়া একমুঠো আকাশের
স্বাদ পেতে যেয়ে—
কোনদিন পাওয়াও তো যেতে পারে
নীলকণ্ঠ পাখির পালক!

হৃদয়ে এক নদী ছিল

হৃদয়ে এক নদী ছিল—গভীর এক নদী ঃ
মনে করেছিলাম, নানা দেশ থেকে
অনেক রত্ন এনে ধানে সোনালী রঙ ধরাবো।
রূপোর হাঁসুলী গলায় জনপদবধূর
কলসী ভাসবে জলে—
ধূ ধূ বালুচরে—সে হল নয়ানজুলি।

হৃদয়ে এক পাখি ছিল—হলুদ এক পাখি ঃ
ভেবেছিলাম, 'কুটুম আয়' বলে সে ডাকবে—
আর আনন্দের হাট বসবে আমার উঠোনে ;
সে পাখি হল ভুশণ্ডীর কালো কাক,
তার ডাকে রাজ্যের কাকের মেলা
সেই নয়ানজুলির ধারে।

তার মাঝে, আমি একা বসে মাছ ধরবার ছলনায়-
সেই নদীটি আর পাখিটির কথা ভাবি।

কপোতাক্ষ-ময়ুরাক্ষী

গৈরিক ময়ূরাক্ষী আর কপোতের চক্ষুর মত
স্ফটিক কপোতাক্ষ—
দুই নদী আমার আকাঙ্ক্ষা ধরে বয়ে যায়—
আমার জন্মের আগে, আমার জন্মের পরে।

রক্তাক্ত গোলাপ বাগান পেরিয়ে
আমরা যাব নীল সরোবরে—
যেখানে সাগরে মিশবার আগে,
কপোতাক্ষ-ময়ূরাক্ষীর জলে
শান্তির শ্বেত পদ্ম পাপড়ি মেলে ভাসে।

বুঝলে না

সত্যি, কুয়ো থেকে জল তুলছিলাম,
ঘরের কাজের জন্যেই তো!
তুমি বুঝলে না,

ঠিক, বাগান থেকে ফুল তুলেছিলাম,
পূজার জন্যই তো।
তুমি বুঝলে না;

আর, চোখে জল তুলে কবিতা লিখেছিলাম
তোমার বোঝার জন্যই তো।
তুমি বুঝলে না।

বিকল্প

আমার হাতে একটি গোলাপ দিও,
শুধু একটি গোলাপ ;
তা যদি না ফোটে বাগানে—
একগুচ্ছ অন্য ফুলেও খুসী হবো।

একটি নদী দিও, পদ্মার মতো নদী ;
তা যদি না থাকে তোমার বিশুষ্ক প্রদেশে—
খালবিল নহরের জাল দিও।

যদি তেমন নারী থাকে তোমার সৃষ্টিতে—
একটিই নারী দিও আগ্রহী এ হাতে ;
না হয় ফুলের মতো একগুচ্ছ তরুণীতো চাই
হেসে খেলে মখমল মসৃণ জীবনে।

এক বুক শব্দ নিয়ে

এক বুক শব্দ নিয়ে গিয়েছি বৃষ্টির কাছে—
শুনেছি রক্তের মধ্যে দেবারতি ঘুঙুরের ধ্বনি।

এক বুক কথা আর চোখে ছিল প্রিয় বর্ণমালা ঃ
সমুদ্র নিজেই নীল অফুরন্ত কথার বিষাদে,
হিমঘাতে জলকণা অনন্ত মূর্চ্ছিত হয়ে আছে

এক বুক নদী নিয়ে তোমার হরিৎ বুকে ছুটে যাই ;
বিচিত্র বর্ণালী হেসে তুমি ঢাকো শস্যের ভাণ্ডার ঃ
দুরন্ত সময় ভেঙে আমার স্তব্ধতা তাই ফিরে আসে।
এক বুক শব্দ নিয়ে একি হায় যন্ত্রণা আমার!

এক বুক যন্ত্রণা দিয়েই পূর্ণতায় ভরে শূন্যোম্বর।